দি ভার্জিন স্প্রিং

'দি ভার্জিন স্প্রিং' ছবির কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে সুইডেনের ত্রয়োদশ শতাব্দীর এক লোকগাথা থেকে। এ ছবির চিত্রনাট্য লেখার প্রস্তাব বার্গম্যান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তিনি চেয়েছিলেন এই মধ্যযুগীয় গাথা-সংগীতের আদিম এবং পুরোনো ভাবটি অটুট থাকুক। পরে এ ছবির এক অসম্ভব সুন্দর ও স্পষ্ট চিত্রনাট্য লিখলেন উল্লা ইসাক্শন যার সামান্যই রদবদল করেছিলেন বার্গম্যান। এ ছবি ক্রিশ্চিয়ানিটি এবং বর্বর পৌত্তলিক সমাজ হেদেনডম'এর পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। এই সময়ে ক্রিশ্চিয়ানিটি সুইডেনে প্রবেশ করছে তবুও মানুষ বহুদিক থেকে হেদেনডম দ্বারা প্রভাবিত এবং আচ্ছন্ন।

কারিন এক গর্বিতা কুমারী তরুণী গীর্জায় কুমারী যাত্রার জন্য প্রায় প্রস্তুত। তার মা মারেটার কাছে সে বায়না ধরে — সে এমন এক গাউন পরতে চায় যা পনের জন কুমারী দ্বারা তৈরী। কারিনকে আবার তার বাবা টোরের, যিনি বেশ এক বড় খামারের মালিক, কানে কানে কোন কিছুর সম্মতি নেওয়ার জন্য কিছু বলতে দেখা যায়, যদিও দৃশ্যটিকে পিতা ও কন্যার মধ্যে গভীর বাৎসল্য স্নেহভালবাসা ইত্যাদি বলে গ্রহণ করা যায় পরবর্তীকালে যার ফলে এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডের একটি কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব তবুও এদৃশ্য কিছুটা বিচলিত করার মতো অস্বাভাবিক ঘনিষ্ঠতা এবং বার্গম্যান এ দৃশ্যের ফ্রেমের মধ্যে এক দূর কোণে মারেটার কঠিন মুখ দেখিয়েছেন, যা দেখে মনে হয় কারিনের প্রতি টোরের এই অস্বাভাবিক ভালবাসার প্রতি তাঁর বিরাগ প্রচ্ছন্ন।

ইংগেরী, এই পরিবারের এক লালিতা কন্যা তখন রান্নাঘরে কারিনএর জন্য খাবার প্রস্তুত করছিল। তার পেটে রয়েছে অনাগত অবৈধ সন্তান। সে একটি ব্যাঙ দেখতে পায়। প্রাচীন লোকশ্রুতি বিশ্বাস করে ব্যাঙ অশুভের প্রতীক, অশুভের সহকারী : 'খাদ্য যখন ব্যাঙে পরিণত হয়, শয়তান অদূরে নৃত্যরত' ইংগেরী ব্যাঙটিকে দুটো রুটির মধ্যে রেখে দেয়। কারিন আস্তে আস্তে সুন্দরভাবে ঘোড়ার একই দিকে দুই

পা দিয়ে চলতে থাকে গীর্জার উদ্দেশে সংগে চলছে ইংগেরী, সে কিন্তু দুদিকে দুপা রেখে ঘোড়া চালাতে থাকে। তাদের সংগে দেখা হয় কামুক সিমনের ইংগেরী পরবর্তীকালে বলে যে সিমন কারিনের সংগে খড়ের গাদায় শুতে চেয়েছিল। ইংগেরী এর পরিবর্তে পায় চপেটাঘাত এবং ফলে ইংগেরীর ঈর্ষা আরও বেড়ে চলে। সিমনের মনোযোগ এবং রসিকতা এই কাহিনী বিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ কেননা এ সমস্ত কারিন-এর গর্বকে বাড়িয়ে তোলে ফলে কারিনকে পশুপালকদের কাছে আবেগতাড়িত করে তোলে। সে বলে "তুমি এমন সুন্দর সেজেছ এবং গয়না পরেছ যে মনে হচ্ছে কনে বরের কাছে যাচ্ছে।" মেয়ে দুজন অরণ্যের কিনারায় একটি নদীর তীরে এসে পৌঁছায়। সেখানে দেখা হয় একজন পাহারাদারের সংগে। ইংগেরী পাহারাদারদের সংগে থেকে যায়। এই মুহূর্ত থেকে ইংগেরীর অশুভ উদ্দেশ্যগুলি ইংগেরীর উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এবং এই করুণ ট্র্যাজেডিকে আর কিছুতেই প্রতিহত করতে পারে না।

কারিন কিন্তু তখনও গর্বিত ভংগীতে ঘোড়া চালিয়ে চলেছে। তিনজন পশুপালক কারিনকে দেখে তাকে ধরবার জন্য অগ্রসর হতে থাকে। বার্গম্যান এই ভীষণ দৃশ্যে স্লো প্যান ব্যবহার করেছেন যাতে সৃষ্টি হয় এক মারাত্মক অনুভূতি — অরণ্যের মধ্যেকার চুপচাপ গভীরতা ও শব্দের মধ্যে যা অদ্ভুতভাবে ফুটে উঠেছে। কারিন মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে সেই পশুপালকদের সংগে খাবার ভাগ করে খেয়ে নেওয়ায় প্রবৃত্ত হয়। জিহ্বাহীন ভাইটি (পশুপালকদের) কারিনের ঘোড়াটিকে নিয়ে যায় ফাঁকা জায়গায় একটি পড়ো গাছের সংগে বাঁধতে যেখানে অনেক গাছ অসমান্তরালভাবে রয়েছে। ফ্রেমে এই সমস্ত কঠিন লাইন যাত্রার মেজাজের আকস্মিক পরিবর্তন সূচিত করে। ব্যাঙটি যা নাকি যৌন প্রতীক রূপেও পরিগণিত, রুটির মধ্যে থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে সকলকে সচকিত করে দিয়ে একটি শুভ্র বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে তার কালো জায়গা করে নেয়। বার্গম্যান ব্যাঙ থেকে ক্যামেরা প্যান করেন কারিনএর মুখে, এবং এভাবে এই অভিশাপ ও কৌমার্যের যোগসূত্র স্থাপন করেন। এটা লক্ষণীয় যে কারিন বিভিন্ন ছলাকলায় ঐ পশুপালকদের উত্তেজিত করছিল যখন ঐ পশুপালকেরা কারিন-এর প্রতি নোংরা ইংগিত করছিল।

ইংগেরী বৃদ্ধ পাহারাদারের লাম্পট্যময়তা থেকে মুক্ত হয়ে সেই ফাঁকা জায়গাটি থেকে, যেখানে কারিন পশুপালকদের সংগে খাবার ভাগ করে খাচ্ছিল, দেখা যায় না এমন এক ঢালু জায়গায় লুকিয়ে থেকে, এক পতিত গাছের আড়াল থেকে দেখে তাদের খাওয়া-দাওয়া এবং ধর্ষণ-দৃশ্য। ছবির না কাটা সংস্করণে দেখা যায় দুজন বয়স্ক পশুপালক কারিনের কৌমার্যহানি করছে এবং বালকটি কারিন-এর বুকের উপর তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছে। কোথাও কারিনের মুখে ভাবাবেশ বা পরমানন্দের পুলক দেখা

যায় না। এই ঘটনার বীভৎসতা কোন কুমারীর পক্ষেই সুখকর অভিজ্ঞতা নয়। ইংগেরী হাতে একটি প্রস্তরখণ্ড তুলে নেয় কিন্তু কারিনকে ধর্ষিতা অবস্থায় দেখার অদম্য বাসনা তার এই ইচ্ছাকে প্রশমিত করে এবং ইংগেরী আস্তে আস্তে নির্দোষভাবে প্রস্তর খণ্ডটি গড়িয়ে দেয় ছোট্ট পাহাড়ী নদীতে — যে ছোট্ট নদী যেখান থেকে ভার্জিন স্প্রিংএর উৎপত্তি হয় পরবর্তী কালে।

কারিনএর বলপূর্বক অধিকার হরণ প্রচণ্ড সৌন্দর্যের সংগে তুলে ধরা হয়েছে। কারিন ঝাঁপিয়ে পড়ে এক পতিত গাছের উপর এবং শাখাপ্রশাখায় আটকে পড়ে ছায়ামূর্তির মতো, মানুষের উদ্যত শক্ত হাতের সামনে কারিন তখন অসহায়। বার্গম্যান এই ধর্ষণের দৃশ্যকে চিত্ররূপ দিয়েছেন কামপ্রবৃত্তিহীন ভাবে। ক্যামেরা বিস্ময়করভাবে স্থির, প্রায় দৃশ্য পরিবর্তন ছাড়াই ক্যামেরা ধরে রাখে। আমরা একই রকম স্থির দৃশ্যের সাক্ষাৎ পাই যাতে কোন গভীরতর তাৎপর্য অনুপস্থিত। যা গুরুত্বপূর্ণ তা একই দৃশ্যে ঘটে যায়। ভয় ও দূরত্বের মনোভাব বাড়ে, যেমন নেকেড লাইটে (ফ্ল্যাশ ব্যাক) নির্বাক ছবির কলাকৌশল মহাকাব্যোচিত উপায়ে দূরত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। সবচেয়ে বড় ভাই যে জিহ্বাহীন সে কারিনের মুখের উপর ঝুঁকে পড়েছে — বৃহৎ ক্লোজ আপে দেখা যায় কারিনের নীরব বশ্যতা যা তখন অপরিবর্তনীয় ঘটনায় পরিণত। কারিন ধীর স্থির দৃষ্টিতে সেই ফাঁকা জায়গার চতুর্দিকে দেখতে থাকে, তার গলার ভেতর থেকে তীব্র বেদনা নিয়ে বেরিয়ে আসে চাপা গোঙানির মতো কান্না যা সহ্য করতে না পেরে জিহ্বাহীন পশুপালক একটি মোটা ডাল নিয়ে কারিনকে হত্যা করে।

ছবির দ্বিতীয় অংশ প্রথম অংশের থেকে ভায়োলেন্ট। দুজন বয়স্ক ভ্রাতা কারিন-এর মূল্যবান জিনিষপত্র নিয়ে ফাঁকা জায়গা থেকে বেরিয়ে পড়ে, বালকটিকে বলে যায় তারা না আসা পর্যন্ত ছাগলগুলিকে দেখতে। পরের দৃশ্য — তুষার কণা ঝরে ঝরে পড়ছে ধূসর ঝড়ো আকাশ থেকে; বালকটি ভীত, আতঙ্কিত এবং অসুস্থ এবং কারিনের মৃত দেহের ওপর কিছু মাটি ছড়িয়ে দেয়, যে দেহে শুধু অন্তর্বাস। এই দুঃখবহ চরিত্র চিত্রণ শেষ হয়, বালকটি অরণ্যের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে এবং একটি বহুক্ষণের শট্ — তুষার পড়ছে নিঃশব্দে মৃত কারিনের দেহের ওপর।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে কারিনের কৌমার্যহরণকারী এবং ঘাতক পশুপালক ত্রয় কারিনের বাড়িতেই এসে পৌঁছয় নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। টোরে তাদের বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছেন, বাতাসে যেন অমঙ্গলের সংকেত, দীর্ঘ ছায়া দেওয়ালে প্রলম্বিত, মানুষগুলি গুটি সুটি মেরে দরজার কালো বেড়ার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করছে, একটি প্যাঁচা ডাকছে যেন সতর্ক বাণী উচ্চারণ করছে। ঘরের লোকেরা সন্দেহপ্রবণ ভাবে এই প্রবেশকারীদের দেখছে। প্রবৃত্তি প্রশমিত হওয়ায় যাদের আচার আচরণের

পরিবর্তন হয়েছে, আত্মবিশ্বাস এখন ইতস্ততভায় পরিবর্তিত। পশুপালকদের সংগে আহারের সময় কারিন যে শুভেচ্ছা জানিয়েছিল, টোরেও সেই শুভেচ্ছা জানান। বালকটি তার প্লেট সরিয়ে দেয় ফলে ঝোল উপচে পড়ে। রাত্রে শাস্তিস্বরূপ তার দুই সংগী তাকে ভর্ৎসনা করে। আতঙ্কিত বালকটি দুঃস্বপ্নে চিৎকার করে ওঠায় মারেটা জেগে যায়। বালকটি মারেটাকে উপহার দেয় কারিনের রক্তমাখা সিল্কের গাউন। মারেটা চিনতে পারে এবং টোরেকে জাগিয়ে তোলে। টোরে প্রতিহিংসায় আকুল হয়ে ওঠে। এই মুহূর্ত থেকে পরবর্তী সময় অবধি ছবিটি এগিয়ে যায় ক্লাসিকাল অনিবার্যতার সংগে। টোরে নিজের বিচলিত অবস্থাকে সংযত করে এবং বাইরে গিয়ে একটি সজীব বার্চগাছ উৎপাটিত করে নিজেকে আহত করে, জর্জরিত করে এই হত্যানুষ্ঠানের আগে। রবিন উড যৌন প্রতীকতার ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ, তিনি এখনও এই মত পোষণ করেন যে এই দৃশ্য কারিনএর প্রতি টোরের লালসাকে বোঝায় প্রতীকীভাবে। এবং এই পতিত বৃক্ষের উপর পড়ে থাকা টোরের ছবি ক্যামেরায় নেওয়া হয়েছে একই অ্যাংগেল থেকে যে অ্যাংগেল থেকে ধর্ষণের দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু অন্তর্নিহিত সাক্ষ্য কিছুটা ধোঁয়াটে অরণ্য ভূমির সেই স্থানের বৃক্ষরাজির সমান্তরাল হিসেবে এখানে বৃক্ষের উপস্থিতি যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে। কিন্তু নিঃসন্দেহে এই দৃশ্য টোরের প্রচণ্ড ক্ষোভ-রোষ-বহ্নিকেও রূপ দিয়েছে। টোরে যখন বোঝে যে এই পশুপালক তিনজন তার কন্যা কারিনকে হত্যা করেছে, সে ইংগেরীর কাছে যায় এবং সেখানে নিঃসন্দেহ হয়ে ইংগেরীকে বলে পশুবধ করা ছুরিকা আনতে। নিজের চেয়ারে সে বসে বিচারকের ভংগীতে। সাধুসন্তের ছবি চতুর্দিকে (নদীর অগভীর অংশের ধারে যেখানে সেই বৃদ্ধ পাহারাদারের বাস সেখানে প্যাগানদের দেবতার চিহ্ন ও প্রতীক)। ধপ করে ছুরিটাকে রাখে টেবিলের ওপর, প্রতীক্ষা করে সূর্যোদয়ের, অদ্ভুত নীরবতা ও নিষ্ঠার সংগে।

সংগতভাবেই প্রথম যে নিহত হয় সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তার হৃদয়ে ছোরা আমূল বিঁধে যায় এবং সে ক্রুশবিদ্ধ ভংগিমায় ঘরের এক কোণে পড়ে যায়। তারপর দ্বিতীয় জন এবং সর্বশেষে বালকটি যে মারেটার কাছে ছুটে যায় আশ্রয়ের জন্য। টোরে বালকটিকে মারেটার আশ্রয় থেকে কেড়ে নিয়ে হত্যা করে। নীরবতাকে বার্গম্যান অর্থবহ করে তোলেন যখন টোরে নিজের রক্তাক্ত হাত দেখছে এবং তার ক্রোধ ও উত্তেজনা ক্রমশ প্রশমিত হচ্ছে। প্রতিহিংসা গ্রহণ ছাড়া টোরের বাঁচার আর কোন রাস্তা জানা ছিল না। কোন বিচার বিভাগীয় বা প্রশাসন কর্তৃপক্ষের হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মধ্যযুগীয় সুইডেনের মতো আদিম সমাজে এটাই স্বাভাবিক। টোরে, মারেটা, ইংগেরী, পরিচারক ফ্রিডা এবং ভিক্ষুক অরণ্যভূমির সেই ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পৌঁছয় যেখানে কারিন নিহত হয়েছে। মারেটা বলে ওঠে সে

অপরাধী কেননা সে টোরের প্রতি কারিনের ভালবাসায় অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিল, ইংগেরীও নিজেকে অপরাধী মনে করে। আর টোরের সংঘাত দুই শিশুকে কেন্দ্র করে — এক তার কন্যা ধর্ষিতা ও নিহত, অপরদিকে নিষ্পাপ, আত্মসমর্পণ ও নিষ্ক্রিয়তার প্রকাশ যে বালকটির চোখে, তাকে হত্যা করা। টোরে নির্জন ছোট্ট নদীটির ধারে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করে, "হে ঈশ্বর তুমি এই দৃশ্য দেখ, দৃশ্য দেখ। নিষ্পাপ শিশুর মৃত্যু এবং আমার প্রতিহিংসা। তুমি অনুমতি দিয়েছ। আমি তোমায় বুঝতে পারি না। তবু আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। আমার এই হাত দুটো নিয়ে শান্তি পাবার আর কোন উপায় জানা নেই। ঈশ্বর আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, এখানে আমার একমাত্র সন্তানের মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে যে, আমার অপরাধের শাস্তি হিসেবে আমি তোমার জন্য একটি গীর্জা তৈরী করে দেব। আমি এখানে আমার নিজের হাতে চুন আর পাথর দিয়ে তা তৈরী করব।" এই প্রতিশ্রুতি ইতিবাচক, যদিও এই প্রার্থনা বার্গম্যানের নিজস্ব চিন্তার লক্ষণযুক্ত, বার্গম্যানের নিজস্ব দৃষ্টিভংগী; "আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, কিন্তু গীর্জায় নয়, প্রোটেষ্টান্ট বা অন্য কিছু।" যে ঝরণা কারিনের মাথা যেখানে ছিল সেখান থেকে বেরিয়ে আসে তা টোরের প্রতিজ্ঞার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি, কেননা সে ও মারেটা যখন কারিনের মাথা তুলে ধরেছিল তখন সেখানে কোন জল ছিল না। শেষ চূড়ান্তরূপ তখন স্পষ্ট, যখন ইংগেরী এই ছোট্ট নদীর টাটকা জলে মুখ ধুচ্ছে যেন ওভাবে প্যাগান দেব দেবী দ্বারা সৃষ্ট নারকীয়তার দূরীকরণ করছে। এরপর বার্গম্যান কাট করে দেখিয়েছেন ওপর থেকে তোলা শেষ দৃশ্য, যখন সম্পূর্ণ দলটি এই অপার্থিব ঘটনার আশ্চর্যতায় হাঁটুগেড়ে বসে আছে এবং চতুর্দিকে মন্ত্রোচ্চারণের পবিত্র ধ্বনি। এর আগে মাত্র দুবার এ ছবিতে সংগীত ব্যবহৃত। বার্গম্যান আশ্চর্য কুশলতার সংগে দেখিয়েছেন নীরবতা কত ভয়ংকর ও অর্থবহ হতে পারে।

সৌজন্যে : চিত্রণ, চন্দননগর সিনে সেন্টার